দেশবিদেশের হাসির গল্প

শিবরাম চক্রবর্তী
অনূদিত

শৈল চক্রবর্তী
চিত্রিত

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০১৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ : নভেম্বর ২০২২

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস ৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ১৬০ টাকা

Deshbidesher Hasir Golpo translated by Shibram Chakraborty Published By Kobi Prokashani 85 Concord Emporium 253-254 Elephant Road Kantabon Dhaka 1205 Second Edition: November 2022
Phone: 02223368736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bkash)
Price: 160 Taka RS: 160 US 8 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-92189-7-5

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

অলকা ও গীতা
সন্দ ও সব্বাণী
এবং রেণুকে

সূচিপত্র

পরীর উপহার অ্যান্টনি আর্মস্ট্রং	০৭
পার্বত্য সূর্যোদয়! মার্ক টোয়েন	১৮
অবিশ্রাম চিকিৎসা হেক্টর মন্‌রো	৩৪
পেট কামড়ানোর ধাক্কা ডবলিউ ডবলিউ জেকব	৪৭
চিকিৎসা-বদল! ডবলিউ ডবলিউ জেকব	৬৬

পরীর উপহার

একদা এককালে এক রাজা ছিলেন এবং তাঁর ছিল এক ঘোড়ামুখো ছেলে। দেখতে তত সুবিধাজনক না হলেও তাকে রাজপুত্র বলেই গণ্য করতে হবে। চেহারায় যাই হোক, ছেলেটি একাধারে কিন্তু ছিল ভারি চৌকস— এমন চৌকস যে একটি ছেলেকে একাধারে এত চালাক হতে এর আগে আর দেখা যায়নি। সেইজন্য, বলতে কি, দোকানদারেরা তাকে এক কড়ার জিনিসও কখনো ধারে দিত না। এমন কি, তার বন্ধু বান্ধবরাও তার সঙ্গে তাস খেলতে রাজি হতো না সহজে, এমন বেমালুম তাস চুরি করতে পারত সে। বাধ্য হয়ে, একা একা পেশেন্স খেলেই কাটত বেচারার দিন।

একদিন ইতিমধ্যে হলো কি, সেই ঘোড়ামুখো রাজপুত্র এবং তার বাবা বসে রাজ্যের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ ঘরের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকে উঠল এবং তাঁদের মাঝখানে আবির্ভাব হলো এক পরীর।

তাঁরা কিন্তু আদৌ চমকিত হলেন না, কেননা, সেখানে এইভাবে নোটিশ না দিয়ে যাতায়াত করাই ছিল পরীদের দস্তুর। খেয়ালমতো তাঁদের আবির্ভাব এবং খুশিমতো অন্তর্ধান– কারও একটি কথাও বলার ছিল না তার ওপরে।

পরীকে দেখে রাজা সৌজন্যবশে রাজ্যের ব্যাপার থেকে তাঁর বাক্যালাপের মোড় ঘুরিয়ে আনেন। বলেন–

"বাঃ দিনটা কী চমৎকার আজ। পরীর আগমনের মতো দিনই বটে।"

"হ্যাঁ, খাসা দিন!" এই কথা বলেই পরী, সরাসরি কাজের কথায় নেমে যায়: "নয় কি? ভালো কথা, আমাদের রাজপুত্র আর এক সপ্তাহের মধ্যে সাবালক হতে যাচ্ছেন"।

রাজা ঘাড় নাড়েন, গত দুমাস ধরে রাজপুত্রের যৌবরাজ্যে অভিষেকের তোড়জোড় এমন সজোরে চলছিল, যে এ কথা এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলবার ছিল না একেবারেই।

পরী এইবার রাজপুত্রের দিকে ফেরে : "তোমার জন্মাবার দিনে আঁতুড় ঘরে উপস্থিত হতে পারিনি আমি, যাই হোক, তোমার জন্মদিনের উপহার আমি নিয়ে এসেছি আজ।"

সেকালে, রাজকুমারদের জন্মদিনে, তাঁদের দোলনা ঘিরে, নানাবিধ উপহার নিয়ে, জমায়েত হওয়া পরীদের একটা প্রথা ছিল।

"যাক, তাতে আর কি হয়েছে!" পরিতৃপ্ত কণ্ঠে রাজপুত্রের উত্তর হয়: "যা যা দেয়া দস্তুর আর সব পরীরাই আমাকে তা দিয়ে গেছে। স্বাস্থ্য, আর সম্পদ, আর দীর্ঘ জীবন, আর মনের ফূর্তি–"

"বেশ বেশ" বাধা দিয়ে বলে পরী : "তোমাকে সুন্দর চেহারা দেবার আমার ইচ্ছা ছিল! কিন্তু তুমি যখন খুশিই আছ দেখছি–"

রাজপুত্র ঈষৎ বিচলিত হন, বঙ্কিম দৃষ্টিতে একবার তিনি আয়নার দিকে তাকিয়ে নেন; পরীর কথাটায় তাঁর ঘোড়ামুখের প্রতি কটাক্ষপাত করা হয়েছে বলেই তাঁর সন্দেহ হয় যেন।

"বেশ, তুমি যদি তাই দিতেই এসো থাকো, তাই উপহার দিয়েই খুশি হও–" রাজপুত্র বলতে শুরু করেন–

"তাহলে আমার তেমন বিশেষ আপত্তি নেই" এই বলেই তিনি শেষ করতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর বাক্য অসমাপ্তই থেকে যায়। পরী কাছাকাছি এসে খুব খুঁটিয়ে তাঁকে পর্যবেক্ষণ করে বলে– "নাঃ, এখন সে বিষয়ে কিছু করতে যাওয়া দেখছি সুদূরপরাহত! এ বনেদি চেহারা আর বদলাবার নয়!"

রাজা একটু কাশেন। কাশির ইঙ্গিত দিয়ে ক্ষান্ত করতে চান পরীকে। কথাবার্তার ধারাটা যেন নিতান্ত ধারালোভাবেই ব্যক্তিগত হয়ে উঠেছে বলে তাঁর ধারণা হয়। রাজপুত্র আবার যা গোঁয়ার–! রেগে উঠলে রক্ষা নেই।

"বেশ, তাহলে তুমি কী দিতে চাচ্ছ আমায়, শুনি?" রাজপুত্রের কণ্ঠে কেবল দাবিই নয়, বেশ একটু উষ্মাও যেন।

"তোমার তিনটি ইচ্ছা আমি পূরণ করব।"

"ওঃ, তাই!" রাজপুত্র বিরক্তই– "তাই শুধু!"

"তাই শুধু–তার মানে?" পরী চটে ওঠে: "খুব চমৎকার উপহারই কি আমি দিইনি তোমায়?"

"সত্যিই, খুব চমৎকার উপহার!" রাজা মাঝে পড়ে বলেন: "এবং দুর্লভও বটে!" ছেলের গোঁয়ার্তুমির জন্য ভাবনাও হয় তাঁর–"পুত্র, পরীকে ধন্যবাদ দাও এ জন্য!"

"আমার বয়েই গেছে!"

রাজপুত্র মুখ ব্যাঁকান: "পাওনা জিনিসের জন্যে আবার ধন্যবাদ কেন?"

রাজাকে আবার কাশতে হয়।

রাজপুত্রকে বাধা দেবার জন্যেই। পরীদের চটানোও ঠিক নয় তো, তাঁরাও বড়ো সহজ পাত্র নন একেবারে!

ক্রমশ রাজপুত্রের উৎসাহ জাগে: "আচ্ছা। আমার যা খুশি তাই আমি চাইতে পারি তো?"

পরী বলে: "হ্যাঁ। যা খুশি।"

"তুমি প্রতিজ্ঞা করছ যে তাই দেবে?"

"নিশ্চয়ই!" ঈষৎ উষ্ণ কণ্ঠেই পরীর জবাব হয়।

"পারবে তো দিতে?" রাজকুমারের স্বরে সন্দেহের সুর: নিশ্চয় জানো যে পেরে উঠবে ঠিক?"

"দ্যাখো বাপু," পরী এবার গরম হয়ে ওঠে : "একটি উপহারও তুমি পাবে না ফের যদি তুমি–"

"আহা, চটছ কেন? রাগবার কথা তো কিছু বলিনি আমি। রাজপুত্র বলে– "আমার তিনটে ইচ্ছা পূরণ হবে তাহলে? বেশ, প্রথমেই আমি চাই একটা ওয়াঙ্ক্!"

বরদানের জন্য পরী হাত তুলেছিল, তথাস্তু বলে ফেলেছিল আর কী, কিন্তু আবার সে হাত গুটিয়ে আনে।

"একটা–কি?" পরী বলে "কী বললে একটা?"

"একটা ওয়াঙ্ক্?" আন্‌কোরা সব নতুন আইডিয়া রাজপুত্রের মাথায়।

"একটা ওয়াঙ্ক?" পরী হকচকিয়ে যায়। "ওয়াঙ্ক! ওয়াঙ্ক, মাথা ঘামায় পরী। "ওয়াঙ্ক– দেখতে কেমন?"

"আমিও অনেক সময়ে তাই ভেবেছি! কেমন দেখতে কে জানে।" অমায়িকভাবে হেসে রাজকুমার উত্তর দ্যান।

"তার চেয়ে একটা গিনিপিগ হলেই ভালো হয় নাকি?" রাজা এবার যোগ দ্যান– "কুমার, তাই কি তোমার বেশি বাঞ্ছনীয় হতো না, পুত্র? তাছাড়া, আস্তাবলও এখন ভারি নোংরা আর খুব স্থানাভাব সেখানে–"

"না, ওয়াঙ্ক আমি চাই। একটাও ছিল না আমার কখনো।"

"ওরকম কোনো জিনিস সত্যিই কি আছে?" জিজ্ঞাসা করে পরী।

"আমার তো মনে হয় না। তবে– "হাসিমুখে বলে রাজপুত্র–"তবে হবে শিগ্‌গিরই, হবে নাকি? তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ যখন–"

"ও! তাই!" এবার বলে পরী। "তবে তাই হোক!"

এই বলে সে চোখ বুজে।

একটু পরে চোখ খোলে আবার–! কথাটা বলবে আরেকবার?"

"ওয়াঙ্ক!" রাজপুত্র আরেকবার বলে।

"বানান করো দেখি?"

"ও–অন্তঃস্থ য়-এ আ- ঙ-য় ক-য়!"

"ও ?– ধন্যবাদ্!" পরী পুনরায় চোখ বুজে।

রাজপুত্র প্রুফ কারেক্ট করে দ্যায়– "বিরাম চিহ্ন আছে শেষে।"

কিছুক্ষণ চিন্তার পর সন্দিগ্ধভাবে হাত নাড়ে পরী।

মাথাটা খরগোশের মতো দেহটা শজারুর–ছ-পেয়ে এক জানোয়ার আবির্ভূত হয় রাজার সম্মুখে।

রাজা চমকে যান বেজায়।

"ধুত, ও নয়!" এই বলে পরী তৎক্ষণাৎ তাকে অন্তর্হিত করে।

"গিনিপিগ হলেই ভালো হতো, আমার মনে হয়!" রাজা ঘাড় নাড়েন।

"না, ওয়াঙ্ক্-ই চাই আমার।" রাজপুত্রের সেই এক গোঁ।

পরী আবার চোখ বোজে, ভালো করেই এবার। তারপর সে হাত নেড়ে বলে–

"তথাস্তু।"

এবার উপস্থিত হয় অদ্ভুত আরেক জীব। মাথাটা ভালুকের, সামুদ্রিক সিংহের মতো শরীর, আর উটপাখির মতো লম্বা লম্বা পা!

রাজা চেঁচিয়ে ওঠেন, তাঁর সর্বাঙ্গ ভয়ে কাঁপতে থাকে। দেহরক্ষী ছুটে আসে আর্তনাদ শুনে।

"আমার বিশ্বাস এই হচ্ছে ওয়াঙ্ক্।" পরী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে। গর্বের হাসি তার মুখে।

ঘোড়ামুখো রাজপুত্র চারিধারে ঘুরে ফিরে প্রাণীটিকে লক্ষ্য করে।

"আমারও তাই মনে হয়।" বলে রাজপুত্র, অনেক বিবেচনা করে– অবশেষে। ওয়াঙ্ক্ না হয়ে যায় না এ। তা ছাড়া আর কী হবে?

পরীও ইতোমধ্যে, ওয়াঙ্ক্-এর অঙ্গে যা কিছু ভুল-ত্রুটি ছিল শুধরে দ্যায়। কানের অভাব ছিল, এক জোড়া ঈগল পাখির কান বসিয়ে দেয়া হয়। সেই সঙ্গে ক্যাঙারুর ল্যাজ।

"হ্যাঁ, এ যে ওয়াঙ্ক্ এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ!" পরী বলে তারপর। "যদিও এমন চিজ আমার কাছে কেউ চায়নি এর আগে।"

"রাজপুত্র, তুমি নিজেই এর দেখাশোনার ভার নেবে, আমি আশা করি।" রাজার হৃদকম্পন কিছু কমেছে তখন :

"এবং এর খাওয়ানো-দাওয়ানোরও।– ভালো কথা, এ খায় কী?"

"হ্যাঁ–খায় কী এ?" পরীর দিকে তাকায় রাজকুমার। "এই ওয়াঙ্ক্?"

"আমাকে জিজ্ঞেস করা বৃথা।" জবাব দ্যায় পরী : "আমার ইচ্ছাতেই এ হয়েছে! আমি কী জানি তার!"

ঠিক এই মুহূর্তে, ওয়াঙ্ক্, স্বয়ং এই সমস্যার সমাধান করে ফেলে, দেহরক্ষীর দেহে এক কামড় বসিয়ে দ্যায়। দেহরক্ষীরাই ওর মুখরোচক খাদ্য বুঝতে পারা যায়।

রাজপুত্র একলাফে, পিছু হটে আসেন– "এ রকম জন্তু পছন্দ নয় আমার! এ কি পোষ মানবে? মনে তো হয় না। তার আগে সমস্ত প্রহরী সাবাড় হয়ে যাবে আমাদের।"

রাজপুত্রের চোখ কপালে ওঠে। "এর খতম চাই আমি।" বলেন তিনি অবশেষে। রাজপুত্রের মুখ থেকে কথা খসেছে কি খসেনি, পরীর হাত অমনি উঠে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াঙ্ক্-এর তিরোধান!

"ওর খতম চাও,–" পরী বলে মুখ গম্ভীর করে– "এই তোমার দ্বিতীয় ইচ্ছা। এইবার চলে এসো বাপু, তোমার আর একটি ইচ্ছা আছে মোটে। বলে ফ্যালো চটপট!"

ঘোড়ামুখো রাজপুত্রের ওপর তার চিত্ত নেই আর!

"বটে? তাই নাকি ?" রাজপুত্র মুচকি হাসে, সহজে দমবার ছেলে নয় সে।

"হ্যাঁ, তাই।"

"সত্যি বলছ?"

"আলবাত!" পরী এবার জোর তাগাদা লাগায়" "সেরে ফ্যালো চটপট! তোমার শেষ ইচ্ছাটি!"

"আর একটাও ওয়াঙ্ক্ নয়, পুত্র!" রাজা মনে করিয়ে দ্যান। "হ্যাঁ, আধখানাও না।"

ঘোড়ামুখো রাজপুত্র ভুরু কুঁচকে ফন্দি আঁটে।

"তাহলে তৈরি তুমি?" সে বলে পরীর হাত তোলার প্রতীক্ষায়। "বেশ, তাহলে, আমি আর তিনটে ইচ্ছাপূরণ চাই।"

"এই! ওকি হচ্ছে?" রাজা চেঁচিয়ে ওঠেন, "ও ঠিক নয়!"

পরী অবাক হয়ে যায় বিস্ময়ে।

"কেন ঠিক নয়, বাবা?" রাজপুত্র প্রশ্ন করে।

"ওরকম হয় না। কখনো হয় না ওরকম। তোমার পিতামহ, কি, তোমার বৃদ্ধ পিতামহ কেউ এরকম করেননি। পরীদের সঙ্গে তাঁদেরও কারবার ছিল। বলতে কি, আমি নিজেও আমার যৌবরাজ্যের সময়ে–"

"হ্যাঁ, শুনেছি, শুনেছি। অনেকবার শুনেছি সেকথা।" রাজপুত্র বাবাকে থামিয়ে দ্যায় সূত্রপাতেই।

"না– হবে না। চলবে না ওসব!ঃ" পরী আগুন হয়ে ওঠে একেবারে।

"বেশ, তুমি নিজেই প্রতিজ্ঞা করেছ।' রাজপুত্র বলে। প্রতিজ্ঞা-পালনে আইনত তুমি বাধ্য। যদি তোমার চুক্তি তুমি নিজেই রাখতে না চাও, বেশ, আদালত খোলা আছে–"

আদালতের কথায় পরী ঘাবড়ে যায়।

"ভালো, আরো তিনটে ইচ্ছা পূরণ হবে তোমার। এখন তবে চুকিয়ে ফ্যালো তাড়াতাড়ি। যাবার সময় হলো আমার। জীবনে আর কখনো আমি উপহার দিতে আসছি না তোমায়! বলে ফ্যালো তোমার আরও তিনটে ইচ্ছা!"

"উঁহু– দুটো ইচ্ছা কেবল।" রাজপুত্র পরীর ভ্রম সংশোধন করে :

"আমার তৃতীয় ইচ্ছা হবে, বলা বাহুল্য, আরো তিনটে ইচ্ছা পূরণের ইচ্ছা। এই রকমেই চলবে বরাবর।"

"রাজকুমার, রাজকুমার!" ভয়ে বিস্ময়ে রাজা প্রায় মূর্ছিত হন আর কি! "তোমার কাণ্ড দেখে তোমার মার বুদ্ধির প্যাঁচ মনে পড়ছে আমার–" এর বেশি আর বাক্য সরে না তাঁর মুখ দিয়ে। ছেলের বুদ্ধিমত্তা দেখে তিনি মনে মনে তার তারিফ করতে থাকেন।

পরী তো একেবারে চুপ। বোবা হয়ে গেছে যেন।

অনেক হিসেব কষে রাজপুত্র বলেন আবার : আচ্ছা তিনটে করেই বা কেন? ভেবে দেখলে, আমি তো কুড়িটা, পঞ্চাশটা, দেড়শ, কি, একশ বাহান্নটা, তিরানব্বইটা, কি, তেরোটা ইচ্ছাও তো করতে পারি–? পঁয়ষট্টিটা করতেই বা ক্ষতি কি! এর পরে আমি তিরিশটে ইচ্ছা পূরণের ইচ্ছা করব একসঙ্গে। হুঁ।"

পরী এবার চটেমটে অস্থির হয়ে ওঠে– যা তা বলে গাল পাড়ে রাজপুত্রকে। এমন সব দুর্বাক্য বলে যা ভদ্রমহিলার মুখ থেকে প্রত্যাশা করা যায় না।

গালাগালির চূড়ান্ত করে এই বলে সমাপ্ত করে পরী : "বেশ তোমার যত খুশি ইচ্ছা করো, আমার প্রতিজ্ঞায় সেসব ইচ্ছা পূরণও হবে নির্ঘাত– তোমার মতো বদ লোক দেখিনি আমি আর একটা! তুমি হচ্ছ আস্ত একটা–"

রাগের চোটে, বেশ খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে, বেগে বেরিয়ে যায় পরী। তার বাক্যের বাকি অংশটা শেষ হয় একেবারে পরীদের দেশে পৌঁছে– বলা বাহুল্য, সেখানে ভারি হুলুস্থুল পড়ে যায় এই নিয়ে।

রাজা ও রাজপুত্র নির্বাক হয়ে থাকেন। তারপরে, কিছুক্ষণ কেটে গেলে, পরীর ধাক্কা সামলে ওঠে রাজপুত্র। সে বলে : "বাবা, তুমি কী বলো? ইচ্ছাগুলো কাজে লাগানো যাক– কেমন?"

ছেলের বাহাদুরিতে রাজা হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন, এতক্ষণে কথা বেরোয় তাঁর মুখ দিয়ে : "কিন্তু সাবধান, খুব সাবধান– ভেবে চিন্তে চারদিক খতিয়ে খুব সাবধানে সব ইচ্ছা করবে। বুঝেছ পুত্র ?"

ইচ্ছাশক্তির অস্ত্র হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন রাজকুমার।

কিন্তু যথেষ্ট সাবধান থেকেও পদে পদে অসুবিধায় পড়তে হয় ওঁকে।

সেইদিনই এক ভোজের আসরে খেতে বসে, হঠাৎ ওঁর ধান চালের বিষয়ে ভাবনা জাগে; ওঁর মনে হয়, এই সময়ে একচোট বৃষ্টি হয়ে গেলে ফসলগুলোর খুব উপকার হতো। ভাবতে ভাবতে কখন অসতর্ক মুহূর্তে তিনি হয়তো বলেই ফেলেছেন– "হ্যাঁ, আমি চাই বেশ একচোট বৃষ্টি হয়ে যায়!"

আর যেই না বলা, অমনি বৃষ্টি পড়তে শুরু করে, সেই ভোজের আসরে, প্রকাণ্ড হল ঘরের মধ্যেই। রাজপুত্র প্রথমটায় তো অবাক হয়েই যান এই আশ্চর্য কাণ্ড দেখে। ঘরের মধ্যে বৃষ্টি! অদ্ভুত!

তারপর যখন তিনি টের পান যে তিনি নিজেই এর জন্য দায়ী, ততক্ষণে বেশ কয়েক পশলা হয়ে গেছে। খাবার-দাবার প্রায় সবই কাবার, সমস্ত নষ্ট– সবাই ভিজে ঢোল! রাজপুত্র তখন পুনরায় ইচ্ছা করে বৃষ্টিকে সামলে নেন বটে, কিন্তু সভার সকলে এমনভাবে রোষ-কষায়িত নেত্রে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে যে তাঁর অসহ্য হয়। তিনি আপন মনেই বলেন- বলে ফেলেন– "এখান থেকে সরে পড়তে পারলেই বাঁচি!"

পর মুহূর্তেই তিনি নিজেকে দেখতে পান আস্তাবলের এক অত্যন্ত নোংরা জায়গায়– যে জায়গাটাকে জমাদারদের জমিদারি বলা যেতে পারে। সরে পড়তেই চেয়েছিলেন, কিন্তু কোথায় সরে পড়বেন, ঘাবড়ে যাওয়ার মুখে তার উল্লেখ করতে ভুলে যাওয়ায় তাঁর এই দশা, দামি দামি পোশাক পরিচ্ছদ সব বরবাদ!

দুদিন যেতে-না-যেতেই, রাজবাড়ির সবাই, রাজপুত্রের এই নতুন ঐশ্বর্যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। সবচেয়ে ক্ষেপে গেলেন রাজমন্ত্রী নিজে। তার কারণ আর কিছু না, একদিন রাজপুত্র বেরিয়েছেন দূর বনে শিকার করতে আর তিনি বসে আছেন রাজদরবারে, রাজার পাশেই। এমন

সময়ে অকস্মাৎ কী হলো, তিনি আর সেখানে নেই, এক মুহূর্তে একশ মাইল উধাও হয়েছেন।

ব্যাপার হয়েছিল এই, রাজপুত্র শিকারের আনন্দে আর উত্তেজনায় এমনিই বলে ফেলেছিলেন– "আহা আমাদের সেই গোবদা উজিরটি যদি থাকতেন আমাদের সঙ্গে তাহলে তাঁর দেহের চর্বি কিছু কমে যেত আজ! যা পেল্লায় ভুঁড়ি লোকটার!"

বলবার সঙ্গে সঙ্গেই, পরীদের কাজ এমনি নিখুঁত, উজির সিংহাসনের সন্নিকট ছেড়ে, একশ মাইল দূরে বনবাদাড়ের মধ্যে গিয়ে হাজির, হুবহু সেই মুহূর্তেই; এমন কি, রাজপুত্রের মন্তব্যের প্রায় সমস্তটাই স্বকর্ণেই তিনি শুনতে পান গিয়ে!

কোথায় কখন রাজপুত্রের মুখ দিয়ে কী ফঁসকাচ্ছে আর রাজকর্মচারীদের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ! দিনের মধ্যে কতবারই যে কারণে-অকারণে তাদের আকস্মিক স্থানান্তরিত হতে হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই! এরকম বারবার ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্ট হয়ে তাদের তো যায়-যায় অবস্থা! এসব ছাড়াও, রাজপ্রাসাদে বসবাসও বিপজ্জনক হয়ে উঠল। খেয়ালের বশে রাজপুত্র এর মধ্যেই সেই ওয়াঙ্ক-এর মতো এমন সব কিম্ভূতকিমাকার জানোয়ার সৃষ্টি করে বসেছিলেন, আর তারা যেভাবে অবলীলাক্রমে যেখানে সেখানে স্বাচ্ছন্দ্যে আহার-বিহার করে বেড়াচ্ছিল তাতে দেশসুদ্ধ লোকের আর দুর্দশার অন্ত থাকল না!

আবহাওয়ার ব্যবহারও বদলে গেল আশ্চর্যরকম। এই বর্ষা, এই দারুণ শীত, আবার একটু বাদেই বসন্তের ফুরফুরে দক্ষিণে হাওয়া! মিনিটে মিনিটে পোশাক বদলাতে বদলাতে হদ্দ হয়ে গেল দেশের লোক! সিল্কের পাঞ্জাবী পরে বেরিয়েছে– হঠাৎ পড়ে গেল প্রচণ্ড শীত! হিহি করে কাঁপতে কাঁপতে এক ছুটে আস্তানায় এসে, সোয়েটার, মাফ্লার কোট, অলেস্টার চাপিয়ে বাড়ি থেকে কয়েক পা বেরিয়েছে কি বেরোয়নি, চারদিক অন্ধকার হয়ে মেঘ ছেয়ে দুদ্দাড় করে বৃষ্টি এল নেমে– সব ভিজে চুপসে ভ্যাপসা আর একাকার!

সেনাপতি একদিন সাহসী হয়ে রাজপুত্রকে এই নিয়ে কি বলতে গেলেন, রাজকুমার শুধু বলেছিলেন– "চেপে যাও হে, বলছি আমি!" তার

ফলে ভদ্রলোক এমন চেপে গেলেন যে, আবার ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করে তাঁকে পুনরায় আলগা করে আনতে রাজপুত্রকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। এখন অবশ্য বীরবর অনেকটা ঠিক হয়ে এসেছেন, কিন্তু, ঠিক যে আগের মতোটি হতে পেরেছেন এমন বলা যায় না। তাঁর সে জবরদস্ত মহিমা আর নেই– তাঁকে সেনাপতি বলা এখন বাহুল্য মাত্র। খুব কষ্টে সৃষ্টে বরং চোপদার বলা যেতে পারে।

রাজপুত্র একটা খাজাঞ্চি রেখে যাবতীয় ইচ্ছার জমাখরচের হিসাব রাখছেন আজকাল। জমাখরচের খাতার গোড়ার দিকটা শুরু হয়েছে এইভাবে–

জমা		খরচ	
পরীর কাছ থেকে	৩	একটা ওয়াঙ্ক...	১
নিজের,, ,,	৩	ওয়াঙ্কের নিষ্পত্তি...	১
নিজের,, ,,	৩০	আরও তিনটে ইচ্ছাপূরণের ইচ্ছা...	১
নিজের,, ,,	১০০০	আরও ত্রিশটা ইচ্ছাপূরণের ইচ্ছা...	১
নিজের,, ,,	২০০০	ভোজের আসরে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ...	২
		আকস্মিকভাবে আন্তাবল পরিদর্শন এবং তার ফলে নতুন এক সুট্ পোশাক...	২
		একশিশি ভালো সেন্ট সেই সঙ্গে শিকারক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর প্রাদুর্ভাব এবং তাঁর রিটার্ন টিকিট...	২
		নানাবিধ জন্তু জানোয়ার সৃষ্টি এবং তাদের নিশ্চিহ্ন করা...	২২
		সেনাপতিকে দাবানো এবং মাধ্যাকর্ষণের কবল থেকে তাঁর পুনরুদ্ধার সাধন...	২
		আরও আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ...	৭

এবং এই রকমই বরাবর।

সবাই ভয়ে ভয়ে দিন কাটায়। কোনদিন যে কী দুর্ঘটনা ঘটবে জানা নেই কারও। রাজা নিজেও ভারি দুর্ভাবনায় আছেন। এমন কি একদিন তিনি প্রকাশ করেই বলেছেন– "পরীর এই উপহারের জের কতদিনে মিটবে কে জানে! পরিষ্কার হলে বাঁচি!"